“বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন

আগস্ট-২০২৩

বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
কাস্টোডিয়ানের কার্যালয়
বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট।
http://archaeology.bagerhat.gov.bd

প্রধান অতিথি : জনাব লাভলী ইয়াসমিন, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।
সভাপতি ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন: জনাব মো: যায়েদ, কাস্টোডিয়ান, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট।
সভার তারিখ : ১২.০৮.২০২৩ খ্রি:
সভার সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়
সভার স্থান : সেমিনার কক্ষ, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট।
সেমিনারের বিষয়: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা।

অতিথিদের বরণ:

সভাপতি উপস্থিত প্রধান আলোচক, বিশেষ আলোচক ও আলোচকসহ সকল আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সেমিনারে উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন। এবং পরিচয় পর্বে সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লাভলী ইয়াসমিন, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা, বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রাশেদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট। সেমিনারে আলোচক উপস্থিত ছিলেন হিসাবে জনাব শেখ আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, চেয়ারম্যান, ৭নং ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদ, বাগেরহাট ও জনাব নিহার রঞ্জন সাহা (বিটিভি), সভাপতি, বাগেরহাট প্রেসক্লাব, বাগেরহাট প্রমুখ। সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন সম্মানীত এলাকাবাসী, স্টেকহোল্ডার, সুধিজন, টুরিস্ট পুলিশ, বাগেরহাট জোন, বাগেরহাট, ব্যাটালিয়ন আনসার, বাগেরহাট জাদুঘর ক্যাম্প, বাগেরহাট, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা-২০২৩ শীর্ষক সেমিনারের সম্মানীত অতিথিদের আসন গ্রহণ।

সেমিনারের সঞ্চালনা:

সেমিনারের সঞ্চালকের দ্বায়িত্ব পালন করেন বাগেরহাট জাদুঘরের সাইট পরিচারক জনাব মো: নাসির উদ্দিন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনারের মূল কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের কাস্টোডিয়ান জনাব মো: যায়েদ সেমিনারের পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করেন এবং উপস্থাপিত পাওয়ারপয়েন্ট উপর বিশদ আলোচনা ও প্রস্তাবনা পেশ করেন। কাস্টোডিয়ান সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ চত্বরের জলাবদ্ধতা, জলাবদ্ধতা নিরসণ কল্পে গ্রহীত পদক্ষেপ, জলাবদ্ধতা নিরসণ কল্পে বাগেরহাট সদর উপজেলার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ২৫ বছর পর ক্যাম্পাসের সেন্ট্রাল ড্রেনসহ সকল সংযোগ ড্রেন পরিস্কার করণসহ রাত্রিকালীন ক্যাম্পাস নিরাপত্তা জোরদারের নিমিত্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে এলইডি লাইট স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে ষাটগম্বুজ মসজিদের নিয়মিত বিভিন্ন পরিচর্যা, সাইট ডেভেলপমেন্ট, দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্টে উপস্থাপন করে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপক সাইট ব্যবস্থাপনার উপর কতিপয় সুপারিশ করেন।

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপকের কতিপয় সুপারিশ:

- ❑ সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন দোকানদারদের ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলা।
- ❑ প্রত্যেক দোকানদার ভাইদের প্রতি অনুরোধ আপনারা নিজেরা একটা বড় ডাস্টবিন দোকান সামনে রাখবেন এবং দিন শেষে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন।
- ❑ সীমানা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এলাকাবাসী বা পর্যটক ক্যাম্পাসে অনুগ্রহপূর্বক অনুপ্রবেশ করবেন না। আপনার পরিচয় প্রদান পূর্বক নির্ধারিত প্রবেশ গেট ব্যবহার করবেন।
- ❑ সম্মানীত এলাকাবাসী আপনাদের গরু-ছাগল ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসসহ সকল সংরক্ষিত মসজিদের আঙ্গিনায় বাঁধা থেকে অনুগ্রহ করে বিরত থাকুন।
- ❑ আপনার সন্তানদেরকে সন্ধ্যার পরে ঘোড়াদিঘীর পাড়ে আড্ডা দেওয়া থেকে বিরত রাখবেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন এবং উপস্থাপিত পাওয়ারপয়েন্ট উপর বিশদ আলোচনা ও প্রস্তাবনা পেশ করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের কাস্টোডিয়ান জনাব মো: যায়েদ।

প্রধান আলোচকের বক্তব্য:

বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারের প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লাভলী ইয়াসমিন, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা। প্রধান আলোচকের বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ঐতিহ্য কোন জাতির নয়, সমগ্র মানবজাতির। এটা রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র মানবজাতির। বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া ১৫টি শহরের একটি তালিকা তৈরি করেছিলো ফোর্বস। যার মধ্যে খলিফাতাবাদ তার মধ্যে অন্যতম। মূলত এই শহরটি ৫০ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাগেরহাট সদর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে ১৬৪টি প্রত্নস্থল পাওয়া যায়। উক্ত প্রত্নস্থলের Value based management করতে হবে যেহেতু এটা ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা। ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসসহ সকল পুরাকীর্তির স্থলে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, গুল্ম, বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ রোপন করি এবং বড় ধরণের গাছ যেনো রোপন না করি। পর্যটকদের সাইট ভিজিটের আগ্রহী করতে সমতার ভিত্তিতে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে হবে। বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে প্রত্নসম্পদ রক্ষায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পাশাপাশি সকলের সমন্বয় প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কারণ এটা শুধু প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সম্পদ নয়, এটা জাতীয় তথা বিশ্ব সম্পদ। ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে মসজিদের প্রবেশদ্বারে একজন কর্মচারির মাধ্যমে পরিদর্শনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানসহ মহিলা/মেয়েদের মাথায় কাপড় দিয়ে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করে প্রবেশের ব্যবস্থাগ্রহণ করা। খানজাহান (র:) প্রাচীন রাস্তা রক্ষার্থে বিকল্প রাস্তার বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে এবং প্রাচীন রাস্তা রক্ষার্থে রাস্তা সংলগ্ন স্টেকহোল্ডার মিটিং করে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা হবে। বাগেরহাট জাদুঘরের জনবল সংকট

বিষয়টি নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু জনবল প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরো জনবল প্রদান করা হবে। বাগেরহাট জাদুঘরে জনবল কম থাকায় এন্ট্রিকমপ্লেক্স থেকে পর্যটক প্রবেশ করে অন্য গেট থেকে প্রস্থানের ব্যবস্থা আপাতত করা সম্ভব নয়। তবে এবিষয়ে ভবিষ্যতে চিন্তা করা হবে। আপনাদের এলাকার গর্ব ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ রক্ষার্থে আপনাদের সহযোগিতা সর্বাঙ্গিন কামনা করেন। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহোদয়ের আলোচনা শেষ করেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান আলোচনা করছেন জনাব লাভলী ইয়াসমিন, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

বিশেষ আলোচক:

বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারের বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রাশেদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট। বিশেষ আলোচকের বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সেই সাথে বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের কাস্টোডিয়ান কে ধন্যবাদ জানান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাকে বিশেষ আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ করায়। নির্বাহী অফিসার মহোদয় বলেন বাংলাদেশে তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে মসজিদের শহর বাগেরহাট-৩২১ এবং পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ তালিকাভুক্ত করেন। এবং

প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে সুন্দরবন কে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে বাগেরহাট বাসির গর্বের বিষয় হলো বাংলাদেশের একটি জেলায় দুটি বিশ্ব ঐতিহ্য বিদ্যমান সে আর কোন জেলা না আপনাদের বাগেরহাট। তাই ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্তে যেকোন প্রকার কার্যক্রমে বাগেরহাট সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার কে সর্বদাই আপনাদের পাশে পাবেন। তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ বাগেরহাট জাদুঘরের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন দোকানদারদের ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলবেন, এলাকাবাসীদের গরু-ছাগল ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসসহ সকল সংরক্ষিত মসজিদের আঙ্গিনায় যেনো বাঁধ না বাঁধে এবং আপনার সন্তানদেরকে সন্ধ্যার পরে ঘোড়াদিঘীর পাড়ে আড্ডা না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। নির্বাহী অফিসার মহোদয় সবাইকে ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ আলোচনা করছেন জনাব মো: রাশেদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।

সম্মানিত আলোচক:

বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারের আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, চেয়ারম্যান, ৭নং ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদ, বাগেরহাট। আলোচকের বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সেই সাথে বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের কাস্টোডিয়ান কে ধন্যবাদ জানান তাকে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ করায়। বাংলাদেশের একটি জেলায় দুটি বিশ্ব ঐতিহ্য আপনাদের বাগেরহাট। তার মধ্যে আমাদের ইউনিয়নে অবস্থিত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ। রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের পূর্বপুরুষ যেমন ভূমি রেখেছে তেমনি আমরা রাখছি। কিন্তু আমাদের এলাকাবাসীকে নিয়ে উঠান বৈঠেকের মাধ্যে মতবিনিময় সভা করা প্রয়োজন। তাহলে এলাকাবাসী ঐতিহ্য রক্ষায় আরো সচেতন হবেন। তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় বিভিন্ন নির্দেশনা ফলক আরো বাড়ানোর পাশাপাশি প্রচার-প্রচারণা করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কিছু ডাস্টবিন ষাটগম্বুজ

মোড়ের দিয়েছি। তবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে আরো কিছু ডাস্টবিন দিলে ভাল হয়। আর দোকনদার ভাইয়েরা যাতে ডাস্টবিন ব্যবহার করে সে বিষয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন। সর্বপরি চলমান ফুটওভার ব্রীজের কাজ শেষ হওয়া আমাদের এলাকার তথা পর্যটকদের জন্য অতিব প্রয়োজন। চেয়ারম্যান এলাকাবাসীকে ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা করছেন জনাব শেখ আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, চেয়ারম্যান, ৭নং ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদ, বাগেরহাট।

সম্মানিত আলোচক:

ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারের আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নিহার রঞ্জন সাহা (বিটিভি), সভাপতি, বাগেরহাট প্রেসক্লাব, বাগেরহাট। আলোচকের বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, মসজিদের শহর বাগেরহাটের সকল স্থাপনা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই আমরা সাংবাদিক ভাইয়েরা চাই ফুটওভার ব্রীজ না করা হোক। কারণ এটা হলে আমাদের ঐতিহ্য ঐতিহাসিক সিঙ্গাইর মসজিদের অদূর ভবিষ্যতে অনেক বড় ক্ষতি হবে। ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ কে কেন্দ্র করে পর্যটন জোন ঘোষণা করার জোর দাবী জানান। আমি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই মসজিদের আশেপাশের পরিবেশ রক্ষার্থে এলাকাবাসীকে নিয়ে ওঠান বৈঠকের আয়োজন করা হোক। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয়ের কাছে অনুরোধ বিশ্বঐতিহ্য এলাকায় আরো জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা করছেন জনাব নিহার রঞ্জন সাহা (বিটিভি), সভাপতি, বাগেরহাট প্রেসক্লাব, বাগেরহাট।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মতামত:

- জনাব শেখ আব্দুল হক, হক এন্ট্রারপ্রাইজ, সুন্দরঘোনা, বাগেরহাট বলেন, ষাটগম্বুজ মসজিদের প্রবেশের মেইন গেটের সামনে অটোরিক্সা রাখার ফলে পর্যটকসহ স্থানীয় মুসল্লিদের আসা-যাওয়ায় সমস্যা হয়। তাছাড়া সামানী প্রাচীরের সামনে ময়লা ফেলার ডাস্টবিনের সংখ্যা বৃদ্ধির করার পাশাপাশি ডাস্টবিন পরিস্কারের সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- জনাব আব্দুল মান্নান, মুসল্লি, ঘোড়াদিঘীর দক্ষিণপাড়, ষাটগম্বুজ, বাগেরহাট বলেন, মসজিদ তথা ষাটগম্বুজ মসজিদ আল্লাহ্ পাকের ঘর। সেই ঘরের সম্মানে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। পর্যটকগণ মসজিদ পরিদর্শনে এসে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করছেন। তারা মসজিদের গায়ে পা দিয়ে ছবি তোলে, মহিলারা মসজিদের ভিতরে পর্দা অনুসরণ না করে ভিতরে প্রবেশ করছেন। তাই মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে আপনাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।
- জনাব আরিফুল ইসলাম আকিঞ্জি, প্রতিনিধি চ্যানেল টুয়েন্টিফোর বলেন, বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসের পানি নিসরণের নিমিত্ত ড্রেন পরিস্কার করলেই হবে না। তার সাথে মসজিদের ড্রেনের সাথে সংযুক্ত খালের বাঁধ কাঁটার পাশাপাশি খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া আমি একজন পুরাকীর্তি গবেষক ও সাংবাদিক হিসেবে পুরাকীর্তি ঘেঁসে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। কারণ এটা হলে ঐতিহাসিক সিঙ্গাইর মসজিদের অনেক বড় ক্ষতি হবে।
- জনাব মো: মাহতাব হোসেন, সুন্দরঘোনা, কাঁঠালতলা, বাগেরহাট বলেন, ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ রক্ষার পাশাপাশি খানজাহানের অন্যান্য কীর্তি রক্ষা করা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। কিন্তু খানজাহান (র:) প্রাচীন কীর্তি প্রাচীন রাস্তা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গেজেটে পুরাকীর্তি রক্ষার্থে একটি বিকল্প রাস্তার গেজেটে প্রস্তাবিত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই বিকল্প রাস্তাটি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। তাই আমি একজন পুরাকীর্তি প্রেমি হিসেবে খানজাহান (র:) প্রাচীন রাস্তা রক্ষার্থে দ্রুত বিকল্প রাস্তাটি বাস্তবায়ন করা হোক।

সমাপনী বক্তব্য:

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চিত্র: বিশ্বঐতিহ্য ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা-২০২৩ শীর্ষক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি জনাব মো: যায়েদ, কাস্টোডিয়ান, বাগেরহাট জাদুঘর,বাগেরহাট সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছেন।